মে ডে নাটক

(মঞ্চের পেছনের প্রজেক্টরে চা বাগানের দৃশ্য দেখা যায়। চা শ্রমিকেরা নৃত্য-গীত করতে করতে করতে প্রবেশ করে এবং গানের সাথে সাথে চা তুলতে থাকে)

[গান]

সিনকো মাকোরা কই কুহুই কুহুই কে

নেদো বিটি দুলোরিও দেগো পিরিত মে ।।

চাঁদ উঠেছে ওই, ফুল ফুটেছে ওই

সোনার মেয়ে নাচো দেখি, মাথার চুল খুলে ।।

ঘর সাজাব কই, ফুল সাজাব সই

সাদা সাদা আলপোনা জবা ফুল তুলে ।।

(চা শ্রমিকদের নৃত্য-গীত এবং কাজের এক পর্যায়ে বাগানের সর্দার প্রবেশ করে এবং শ্রমিকদের ধমক দিতে থাকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে গানটা চলতে থাকবে খুব মৃদু শব্দে)

সর্দার : কাম কাজ বাদ দিয়া খালি নৃত্য-গীত। মন দিয়ে কাম কর, নইলে সবগুলার হাজিরা কেটে নেবো...

শ্রমিক-১ : মনের মধ্যে যে দুখ আছে না, গান গেয়ে তো সে সব ভুলে থাকার চেষ্টা করছি।

শ্রমিক-২ : (বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে) হাজিরা কেটে লিতে পারিস, হামাদের দুখগুলো কেটে লিতে পারিস না! ম্যানেজার বাবুকে বল না এগুলোও কেটে লিতে।

সর্দার : খালি বেশি কথা, এই তোগো এতো দুখ কিসের?

শ্রমিক-১ : তুরা যে বৈষম্য করছিস...

সর্দার : কি করে?

শ্রমিক-১ : পাশের বাগনের হাজিরা ১৭৮ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এরপরে বেশি কাম করলে আরও বেশি পাচ্ছে... সপ্তাহে ৬দিন কাম করলে ১দিন অতিরিক্ত হাজিরা পায়... উৎসবে অতিরিক্ত টাকা পায়...

শ্রমিক-২ : অসুস্থ হলে হাজিরা কাটে না, পুয়াতি হইলে ছুটি পায় ৪ মাস...

শ্রমিক-৩ : ওরা দু'টাকা কেজি চাল পাচ্ছে... ভালো পানি পাচ্ছে... অসুস্থ হলে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের লিখা-পড়া করাচ্ছে, বাগানে চাকরির সুযোগ দিচ্ছে... তুরা আমাদের জন্য কি দিচ্ছিস...?

শ্রমিক-৪ : এ সর্দার, পাশের বাগানের মতো আমাগরে ব্যবস্থা করে দে না...

সর্দার : কইলেই হলো...

শ্রমিক : ক্যা হবে লয়... সরকার নিয়ম করে দিছে না... তয় নিয়ম মানিছিস লয় ক্যা... তুরা যদি এই বাগানে সরকারী সুযোগ না দিস তো তোরা আর কি করবি, হামরাই কাম কইরবো না। (সবাই চা ব্যাগ নামিয়ে রাখে)

সর্দার : ঠিকাছে ঠিকাছে... আমি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে তোদের জন্যও পাশের বাগানের মতো ব্যবস্থা করছি... তুরা কাজ বন্ধ করিস না... চল চল কাজ করো...

(সবাই আবার কাজ শুরু করে)

(মঞ্চে চা শ্রমিকেরা এলোমেলো ভাবে ঘুরতে থাকে। চা শ্রমিকেরা একসময় তাদের পোশাক পরিবর্তন করে গার্মেন্ট শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়।)

(মঞ্চের পেছনের প্রজেক্টরে দেখা যায় গার্মেন্ট শ্রমিকরা সকালে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, লাইন ধরে ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করছে)

(গার্মেন্ট শ্রমিকরা এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে একসময় লাইন হয়ে যায়। তারপর কারখানায় প্রবেশ করে এবং মঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করে। তারা সকলে মিলে একটা ছড়া বলতে থাকে...

দু, তিন দিনে শিপমেন্ট তাড়াতাড়ি করো,

তাড়াতাড়ি করো...

সময়ের সাথে সাথে ছাড়ার গতি বাড়তে থাকে। তাদের কাজের গতিও বাড়তে থাকে। অথবা শুধু মিউজিকের সাথেও এ কাজের গতি বাড়তে থাকে। একসময় সে গতি অনেক বেড়ে যায় এবং হঠাৎ এক শ্রমিকের হাতে সুঁচ বিধে যায়, সে চিৎকার করে ওঠে। সবাই তাড়া হুড়ো করে একসাথে হয়। ফ্লোর ম্যানেজারের গলা শোনা যায়...

ম্যানেজার : হায়, হায়... হায়... এ কি অবস্থা?... দেখে কাজ করবি না...? এখন তোর কাজ কে করবে?

শ্রমিক-১ : আপনের এক শ্রমিক ডিউটি করতে গিয়ে আহত হইছে এই দায়িত্ব তো ফ্যাক্টারির... আবার উল্টো দোষ ধরেন?

শ্রমিক-২ : মালিক শ্রমিক মিলে ১৮ দফা আছে... সেখানে আমাদের কাজের পরিবেশ আমাদের সুযোগ সুবিধার কথা আছে... আপনেরা তো কোন কিছুই খেয়াল করতেছেন না...

শ্রমিক-৩ : আমাদের ফায়ার এক্সিট করার কথা অনেকদিন থেকে বলতেছি... সেটা নিয়েও আপনেদের কোন মাথা ব্যাথা নাই... যদি দায়িত্ব পালন করতে না পারেন তো আমরা ১৬২৫৭ নাম্বারে ফোন করে নালিশ দেবো, বলে রাখলাম...

ম্যানেজার : আচ্ছা আচ্ছা ঠিকাছে... তোমরা শান্ত হও... সামনে আমাদের পিসি কমিটি আর সেইফি কমিটির মিটিং আছে... আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের সুযোগ সুবিধার জন্য ১৮ দফা যেন যথাযথভাবে কার্যকর হয় তার ব্যবস্থা নেবো... এখন সবাই কাজে যাও... (আহত শ্রমিকের দিকে তাকিয়ে বলে) আর তুমি আজ ছুটি নেও... তোমার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা যেন ফ্যাক্টারি করে তার ব্যবস্থাও নিচ্ছি...

(সবাই আবার কাজে ফিরে যায়। মিউজিক আবার দ্রুত লয়ে বাড়ে)

এর মধ্যেই মিউজিক পরিবর্তন হয়ে গ্রামের ধান কাটার উৎসবের একটি মিউজিকে পরিনত হয়।)

[গান]

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হায় হায় হায়॥

(সবাই একসাথে ধান কাটতে শুরু করে।)

(মঞ্চে আরেক পাশে কনস্ট্রাকশন এর কাজ চলছে। যাদের মধ্যে নারী, পুরুষ উভয়ে আছে। ১ জন নারীর পিঠে তার শিশু গামছা দিয়ে বাঁধা। একজন আছে গর্ভবতী নারী। সকলে মাথায় বোঝা নিয়ে যাচ্ছে এবং আসছে। এমন সময় মালিক আসে। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। পুরুষরা যখন মজুরী নিতে এগিয়ে যায় তখন মালিক বলে ফুল। আর নারীরা গেলে হাফ)

মালিক : ফুল, হাফ

নারী-১ : ক্যান? আমি নারী বলে আমার বেতন অর্ধেক, কেন?

মালিক : আগে বাড়ো। নেক্সট।

নারী- ১ : আগে আমার কথার জবাব দেন, আমার পেট কি অর্ধেক? আমার ক্ষুধা কি অর্ধেক?

নারী-২ : আমি কি কাজ কম করি?

নারী-৩ : আমি কি কাজে ফাঁকি দিই? তাহেলে এই বৈষম্য কেন?

(সবাই হৈ চৈ করে ওঠে।)

মালিক : ঠিকাছে ঠিকাছে... তোদের সাথে আর পারা গেলো না... নে আজ ফুল বেতনই নে...

(আবার আনন্দের মিউজিক শুরু হয়।

এরমধ্যে এক ছেলে শিশু প্রজাপতির সাথে খেলতে খেলতে মঞ্চে প্রবেশ করে। খুব আনন্দ তার মধ্যে। তার হাতে একটা বেলুন, চারপাশে কিছু ফুল ফুটে আছে, পেছনের প্রজেক্টরে সুন্দর খেলার মাঠের দৃশ্য।

হঠাৎ আরেকটি শিশুর চিৎকারে তার ভ্রম কাটে। হাতের বেলুনটা ছুটে গিয়ে চুপসে যায়, শিশুটি কেঁপে ওঠে, ফুল গুলো পড়ে যায়, প্রজাপতি উড়ে যায়)

(পেছনের প্রজেক্টরে খেলার মাঠ থেকে শহরের একটি কারখানার দৃশ্য ভেসে ওঠে।

পেছনে প্রজেক্টরে দেখা যায় শিশু শ্রমের বিভিন্ন পরিসংখ্যান এবং পেপার কাটিং)

(একটি অল্প বয়সী শিশু হাতুরী দিয়ে রড সোজা করবার কাজ করছে। আর একটি মেয়ে শিশু কারখানার ময়লা একটি ব্যাগে তুলছে।)

একজন সমাজকর্মী আসেন সেখানে। শিশু দুইজনকে দেখে ওদের থামায়)

সমাজকর্মী: এই খোকা কাজ বন্ধ করো... তোমার তো এখনো কাজ করাবার বয়স হয় নি... এখন তো তোমার স্কুলে যাবার সময়...

ম্যানেজার : কি ব্যাপার আপনি ওকে কাজ বন্ধ করতে বলছেন কেন?

সমাজকর্মী: দেশের আইন জানেন না? শিশুশ্রম করা যাবে না?

(শিশুটির বাবা এসে উপস্থিত হয়)

বাবা : আমি ওর বাবা... আমার সন্তান কাজ না করলে খাবো কি? আপনি খাওয়াবেন?... আপনি কে?

সমাজকর্মী: দেখুন... আপনি যদি আপনার সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে বড় করতে পারেন তো সে আপনার জন্য আরো বড় সম্পদ হবে... সে নিজেই একজন উদ্যোক্তা হতে পারবে... আপনার জন্য আরো বেশি কিছু করতে পারবে...

বাবা : পড়াশোনার খরচ আছে না...? আমার এতো টাকা নাই...

সমাজকর্মী: কিন্তু আপনি যদি আপনার সন্তানকে দিয়ে শিশুশ্রম করান তো আপনার নামে জরিমানা হবে... এটা জানেন...

বাবা : কি কন? এখন উপায়...?

সমাজকর্মী: আপনার সন্তানের পড়াশোনা করবার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি... আগামীকাল থেকেই ওকে স্কুলে পাঠাবেন... (এবার মেয়ে শিশুকে বলে) এই খুকী, তোমার মা-বাবা কোথায়?...

মেয়েশিশু : বাড়িতে...

সমাজকর্মী: চলো তোমার সাথে তোমার বাড়িতে যাই... তোমার মা-বাবার সাথে কথা বলবো...

(মঞ্চের অন্যদিকে দেখা যায় একটি মেয়ে ঘরে বসে পড়ছে। মা আসে।)

মেয়ে : মা, আব্বা ফিরছে?

মা : না, এখনো ফেরে নাই... তোরে কতো করে কই এই সমস্ত পড়া শোনা বাদ দিয়া একটা কামে ঢুকে পড়তে... তোর বাপের তো বয়স হয়ছে, সারাদিন ড্রাইভারির কাজ করে সংসার চালায়, তুই একটু হাল ধরলেও তো পারিস...

মেয়ে : তুমি চিন্তা কইরো না মা, আরেকটু সময় দেও আমাকে... এখন পড়াশোনা বাদ দিলে আমাদের কষ্ট আর কনোদিনও কমবো না, আমি পড়াশোন কইরা অনেক বড় হবো...

মা : হুম, অনেক বড় হবো... অফিসার হবে মেয়ে আমার... মেয়ে আমার বড় মেধাবী হইছে? এই মেধার কোন দাম আছে? তুই কোন কোটায় অফিসার হবে?

মেয়ে : আমি আমার মেধা দিয়েই অফিসার হবো মা, তুমি দেখে নিও... আর কোটা থাকবে না... কোটা না মেধা, মা?বলো- মেধা মেধা...

(কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে দৃশ্যটি একটি মিছিলে পরিনত হয়। বৈষম্য বিররোধী আন্দোলন এর মিছিল দেখি আমরা। প্রজেক্টরে আন্দোলনের বিভিন্ন ফুটেজ দেখা যায়।)

কোটা না মেধা

মেধা মেধা

আমার সোনার বাংলায়

বৈষম্যের ঠাই নাই

অ্যাকশন অ্যাকশন

ডাইরেক্ট অ্যাকশন

শ্রমিক-১ : ছাত্ররা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করতেছে... পুলিশ তাগরে মারতেছে, ওদের উপরগুলি করতেছে...

শ্রমিক-২ : আমার সন্তানও তো ছাত্র, তারমানে আমার সন্তানও গুলি খাইতে পারে...

শ্রমিক-৩ : ওরা তো সঠিক দাবি নিয়েই মিছিল করতেছে... তাহলে পুলিশ ওদের মারতেছে কেন?

শ্রমিক-৪ : আমি শ্রমিক বলে কি আমাদের সন্তানগরেও শ্রমিক হয়ে বাঁচতে হবে...

শ্রমিক-৫ : চলেন, আমরাও ওদের পাশে থাকি... আমরাও আন্দোলনে যাই...

শ্রমিক-৬ : আমাদের সাড়ে ৭ কোটি শ্রমিকদের সাথে যে বৈষম্য হয় সেই কথাও বলি...

শ্রমিক-৭ : হ, চলেন সবাই মিলে একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের দাবি জানাই...

এবার ওদেরে সামনে দিয়ে একটি মিছিল আসে। ছাত্রদের মিছিল দেখে এজন একজন রিক্সা শ্রমিক দাঁড়িয়ে স্যালুট করে।

(প্রজেক্টরের রিক্সাওয়ালার স্যালুট দেওয়ার ছবি দেখা যাবে।)

(তারপর ওদের মিছিলে শ্রমিকেরাও মিশে যায়। এক সময় মিছিলে পুলিশ গুলি করে। এক রিক্সা ওয়ালা একটি লাশ নেবার চেষ্টা করে... পুলিশ ধরে তাকে। তারপর পুলিশের কাছ থেকে লাশ নিয়ে সে চলে যায়।)

(প্রজেক্টরে জুলাই আন্দোলনের এ সম্পর্কিত ছবি দেখা যাবে।)

(হাসপাতালের সিঁড়িতে একটি শ্রমিকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।)

একজন : উনি এখানে এভাবে পড়ে আছেন কেন?

আরেকজন: সে রিক্সা চালাতো, মিছিলে গিয়ে গুলি খাইছে... এখন এখান থেকে লাশ অন্য কোথাও নিতে দিচ্ছে না...

অন্যজন : একজন শ্রমিক বলে কি লাশের সাথেও বৈষম্য করতে হবে?

(সবাই লাশটাকে ধরে সামনে নিয়ে আসে।)

মানি না মানি না

বৈষম্যমানি না...

জুলাই বিপ্লবের ইস্তাহার,

দেশ হবে জনতার।
কৃষক শ্রমিক জনতা,

গড়ে তোল একতা।

শ্রমিক-মালিক এক হয়ে

গড়বো এদেশ এদেশ নতুন করে।

[গান]

আজ শুধু গান ঝড়ের গান

বুকের হাতুড়ি ওঠে নামে ;

রাঙামেঘ আনে ক্ষ্যাপা ঈশান

আজ যেএসেছে পয়লা মে ,!

আওয়াজ তুলেছে পয়লা মে

দিতে হবে পুরো ঘামের দাম ,

মরু-বিজয়ের সংগ্রামে

চলেছে মিছিল কী উদ্দাম!

(গানে লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=klXxlKmFtq0)

অথবা

[গান]

শোন মহাজন আমি নয় তো একজন

শোন মহাজন আমরা অনেকজন

(গানে লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=VmMbId9zSSM)